অঙ্গস্বরূপ শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস করাকেই শ্রদ্ধা বলিয়া থাকে; অতএব শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। ভক্তিও ফলোৎপাদনে বিধির অপেক্ষা করেন না। যেমন অগ্নি দহনাদি কর্ম্মে ব্যক্তির সঙ্কল্পের কোনও অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ অগ্নি যেমন অন্যনিরপেক্ষভাবে সম্মুখস্থ বস্তু পোড়াইয়া থাকে, ভক্তিও সেইপ্রকার কোনও বিধির অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেও নিখিল অন্তরায় ধ্বংস করিয়া নিজের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীহরিভক্তি তাঁহারই স্বরূপস্থ তাদৃশ সামর্থ্যবিশেষ। অগ্নি যেমন কোনও বালককর্ত্তৃক অজ্ঞাতভাবে কাষ্ঠস্তুপে নিক্ষিপ্ত হইলেও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, এটি অগ্নির স্বরূপ-সামর্থ্য। তেমনি ভক্তি শ্রীহরির স্বরূপশক্তি। সেই শক্তি কোনও জীবের ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তিতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহার 'ভক্তি' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ঐ স্বরূপশক্তি যতক্ষণ শ্রীহরির স্বরূপে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম স্বরূপশক্তি; আর ঐ শক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষে অভিব্যক্তি লাভ করিলে তাহার ভক্তি বলিয়া খ্যাতি হয় এবং ঐ ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নানাপ্রকার অঙ্গ আছে। যেমন কোনও ব্যক্তির কর চরণাদি অঙ্গ এবং অঙ্গুলী প্রভৃতি কতকগুলি উপাঙ্গ থাকে, উহার প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বরূপনিষ্ঠ ও ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেটিকেই ধরা যায়, তাহাতে ঐ ব্যক্তিকেই ধরা হয়। তেমনি অঙ্গিনী ভক্তির প্রধান নয়টি অঙ্গ আছে আর তাহারই একাদশ্যাদি ব্রত প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, আবার তাহার উপাঙ্গও আছে। ইহার যে কোনও একটি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ আশ্রয় করা যাউক্ না কেন, তাহাতে ভক্তিকেই আশ্রয় করা হইয়া থাকে। অথচ সেই ভক্তি আবার শক্তিরূপে শ্রীহরির স্বরূপেই অবস্থিতা আছে। ঐ ভক্তির এমন এক অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য আছে যে, শ্রীহরির স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া নিখিল মায়াশক্তির বৃত্তিগুলিকে সাধকের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে অনুষ্ঠিতা হইলেও ধ্বংস করিতে সমর্থা হয়। অতএব সেই শ্রীহরিভক্তির কেমন করিয়া শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা থাকিতে পারে? এইজন্য শ্রদ্ধা বিনা কোনও মৃঢ়াদিতেও আবির্ভূতা হইয়া তিনি সিদ্ধিদান করেন—ইহা শাস্ত্রাদিতে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" ইত্যাদিতে তাহার প্রমাণ স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। হেলা কিন্তু অপরাধরূপা হইলেও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে দৌরাত্ম্যের অভাব জন্য ভক্তির বাধক হয় না—একথা পূর্ব্বে ১৫৩ অনুচ্ছেদে শুদ্ধভক্তির আভাসপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক অবহেলা করিলে অপরাধ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অবুদ্ধি পূর্ব্বক অবহেলায় অপরাধ হয় না; যেহেতু তাহার চিত্তে কোনও